বিশ্রাম, বন্ধুত্ব ও উপশম

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: ***আদি ৪২:৭-২০; ৪২:২১-২৪; মথি ১৮:২১-৩৫; লূক ২৩:৩৪; আদি ৫০:১৫-২১।***

মুখস্থপদ: "কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ বলিয়া এখন দুঃখিত কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন" (আদি ৪৫:৫)।

একজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষের উপর অপরাধের বোঝা চাপায়। স্ত্রীলোকটি পুলিশকে জানায় যে, পুরুষটি তাকে বলাৎকার করেছে। স্ত্রীলোকটির বর্ণনা নিয়ে কারও কারও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সারিবদ্ধ পুলিশের সামনে স্ত্রীলোকটি ঐ পুরুষটিকে দেখিয়ে দেয়। স্ত্রীলোকটি নিশ্চিতভাবে বলে যে, পুরুষ লোকটি তাকে আহত করেছে।

আর, জনী নামের লোকটি করাগারে যায়। ১৪ বছর পর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, জনী স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে অপরাধ করেনি। তখন জোয়ান নামের স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারে যে, সে ভুল লোকের উপর দোষ চাপিয়েছে।

জনী কারাগার থেকে ছাড়া পাবার পর, জোয়ান তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এতগুলো বছর তার জীবন থেকে যে নষ্ট করেছে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার পর জনী কি প্রতিক্রিয়া করবে?

জোয়ান কারাগারের সাক্ষাতের কক্ষে অপেক্ষা করছিল। জনী যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করল, জনী ও জোয়ান একে অন্যের দিকে তাকালো। জোয়ান কাঁদতে শুরু করল।

জোয়ান পরবর্তীতে কাউকে জানিয়েছিল যে, "জনী আমার হাত আঁকড়ে ধরেছিল। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' আমি ১৪ বছর এই লোকটিকে ঘৃণা করেছি। আমি তার মৃত্যু কামনা করেছি। কিন্তু, সে আমাকে জানালো যে, সে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, অথচ আমি তার বিরুদ্ধে কী চরম অন্যায়টাই-না করেছি। তার মুখের এ-কথা

আমি বিশ্বাস করতে পারিনি! তখন আমি বুঝতে পেরিছিলাম যে, ক্ষমা আসলে কী। আমি উপশম লাভ করতে শুরু করি এবং প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করি।"

চলতি সপ্তাহে, আমরা ক্ষমার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানবো যে, ক্ষমা কীভাবে অশান্ত মানব হৃদয়কে উপশম দিতে পারে।

রবিবার **আগস্ট ৮**

অতীত মোকাবিলা (আদি ৪২:৭-২০)

শীঘ্রই যোষেফের জীবনে বড় উন্নতি এলো। ফরৌণ রাজাকে স্বপ্নের সঠিক অর্থ বলার পর, যোফেষ কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। তখন ফৌরণ যোষেফকে গোটা দেশের উপরে দায়িত্ব দিলেন (আদি ৪১)। যোষেফ মিসরীয় একজন ধর্মীয় নেতার মেয়ে, আসনৎকে বিয়ে করেন। যোষেফ ও আসনতের দুই ছেলে হয়। মিসরের গোলাঘরগুলো পরিপূর্ণ রাখার কৃতিত্ব যোষেফের ছিল। যোষেফের কথামত খাদ্য ঘাটতি শুরু হল। তখন যোষেফের ভাইয়েরা মিসরে এলেন।

আদি ৪২:৭-২০ পদে যোষেফ ও তার ভাইদের মধ্যকার প্রথম সাক্ষাৎ বিষয়ক বর্ণনা পাঠ করুন। যোষেফ কেন অমন আচরণ করলেন? তিনি আসলে কি করতে চেষ্টা করছিলেন?

যোষেফ এখন একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি। এমনকি, তিনি চাইলে তার ভাইদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি প্রতিশোধ নিতেও পারেন। কিন্তু যোষেফ প্রতিশোধের পথ বেছে নিলেন না। তিনি দয়া প্রদর্শনের পথ বেছে নিলেন। তিনি দেশে থাকা তার পরিজনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। সর্বোপরি, তিনি তার পিতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। তার পিতা কি বেঁচে আছেন? আর, যোষেফের ছোট ভাই বিন্যামিনের কী অবস্থা? বড় দাদাদের দ্বারা যোষেফ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, ভাই বিন্যামিনেরও কি একই অবস্থা হয়েছে? যোষেফ এখন এতটা ক্ষমতাবান যে, তিনি চাইলে তার পরিবারের অসহায় সদস্যদের দায়িত্ব নিতে পারেন। তিনি তাদের ভালো যত্ন নিতে পারেন। যোষেফ ঠিক এটা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমাদেরও যোষেফের মত করতে হবে। আমাদের পরিবারের সদস্যরা যদি অন্য সদস্যদের উপর চড়াউ হয়, আমরা যেন তাদের মনোভাব অনুকরণ না

করি। ঈশ্বরের চোখে আমরা প্রত্যেকে মূল্যবান। আমাদের সবার জন্য যীশু ক্রুশের উপরে মূল্য দিয়েছেন।

যীশু কেন আমাদের গভীর মর্ম-যাতনার যত্ন নেন? উত্তরের জন্য মথি ২৫:৪১-৪৬ পদ পড়ুন।

যীশু আমাদের প্রত্যেকে রক্তের দামে কিনেছেন। আমরা তাঁর। কেউ যখন অন্য কাউকে আক্রমণ ও আঘাত করে, তখন আসলে সে যীশুর সম্পদকে আক্রমণ করে।

কাউকে বলাৎকার করা কিংবা চাপ প্রয়োগ করে যৌনতায় লিপ্ত করাটা হচ্ছে একটি অপরাধ। কাউকে আঘাত কিংবা প্রহার করাটাও অপরাধ। পরিবারে যখন এ দুটি ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের কারও সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই সমস্যাগুলো একান্ত বিষয় নয়। আপনাদের তখন বাইরের সাহায্য দরকার হয়। আপনি কিংবা আপনার পরিবারের অন্য কেউ আপনার পরিবার-পরিজনের অন্য কোন সদস্য/সদস্যাকে উৎপীড়ন কিংবা যৌন হয়রানি করার চেষ্টা করছে? তাহলে, দয়াকরে, নির্ভরযোগ্য কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।

এ-মুহূর্তে আপনার পরিবারে যেকোন সমস্যা থাকুক না কেন, তা নিরসনের উপকারার্থে বাইবেলের সহায়ক কি কি নীতিমালা আপনি অনুসরণ করতে পারেন?

.....

.....

সোমবার **আগস্ট ৯**

পরীক্ষা (আদি ৪২:২১-২৪)

যোষেফ তার ভাইদের ক্ষমা করেন। আমরা জানি না এটা কখন ঘটে। তবে, তারা মিসরে আসার পর পরই এটা ঘটার কথা। নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, যোষেফ যদি ক্ষমা করতে অস্বীকার করতেন, তাহলে কখনও তার জীবনে সফলতা আসত না। কেন? কারণ, ক্রোধ তাহলে তার হৃদয় কুঁড়েকুঁড়ে খেত। ক্রোধ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের বন্ধুত্বকেও আঘাত করবে।

গবেষণা দেখায় যে, যারা তাদের আঘাতকারীকে ক্ষমা করেছে, তারা ভয়াবহ যাতনা থেকে উপশম লাভ করেছে। যখন আমরা ক্ষমা করতে অস্বীকার

করি, তখন যাতানায় ভুগে ভুগে আমাদের জীবন বিনষ্ট হতে থাকে। ক্ষমা আমাদের ব্যথা লাঘব করে। অন্যায়ী অপেক্ষা ক্ষমাকারীর মহিমা অধিক।

হ্যাঁ, যোষেফ তার ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু তিনি চাননি যে, অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক। তাই, তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, তার ভাইদের আসলে পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

তিনি তার ভাইদের কথোপকথনে কি শুনতে পান? উত্তরের জন্য আদি ৪২:২১-২৪ পদ পড়ুন। তাদের কথোপকথন থেকে যোষেফ তার ভাইদের বিষয়ে কি জানতে পারেন?

.....

.....

ভাইয়েরা অবগত ছিলেন না যে, যোষেফ তাদের নিজেদের মধ্যকার কথোপকথন বুঝতে পারছেন। তার বিরুদ্ধে ভাইদের পাপ স্বীকারের কথাগুলো যোষেফ শুনছিলেন। ভাইয়েরা ভেবেছিলেন যে, যোষেফকে দাসত্বে বিক্রি করার মাধ্যমে তারা তার স্বপ্নের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাবেন, তার প্রতি তাদের অপকর্মের প্রতিবেদন থেকে রক্ষা পাবেন, এবং তাকে (যোষেফ) পিতার অধিক প্রেম প্রদর্শন দেখা থেকে রক্ষা পাবেন। যোষেফের প্রতি অবিচার করে কি তারা প্রত্যাশিত বিশ্রাম পেয়েছিলেন? না, মোটেও পাননি। এতগুলো বছর তারা অপরাধ বোধে ধুঁকেছেন। যোষেফের বিরুদ্ধে তাদের অপকর্ম তাদেরকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে এবং ক্লান্ত করে তুলেছে। যোষেফের প্রতি তারা যা করেছেন, ঈশ্বর এর কি প্রতিফল দেবেন, সেটা ভেবেই তারা ভয়ংকরভাবে ত্রাসিত থেকেছেন। আর, এখন তাদের দুঃখভোগ দেখে যোষেফ ব্যথিত হলেন। তিনি তাদের জন্য কেঁদে ফেললেন।

যোষেফ জানেন যে, দুর্ভিক্ষ আরও কয়েক বছর চলবে। তাই, তিনি তাদের বলেন যে, তারা যখন পরবর্তীতে খাবার কিনতে আসবেন, তখন যেন তারা বিন্যামিনকে সঙ্গে আনেন (আদি ৪২:২০)। যোষেফ শিমিয়োনকে কারাবন্দি রাখেন (আদি ৪২:২৪)।

যখন তিনি বিন্যামিনকে জীবিত দেখতে পান, তিনি তাদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজ-সভায়, যোষেফ দেখান যে, বিন্যামিন হচ্ছেন তার প্রিয় অতিথি (আদি ৪৩:৩৪)। এটি একটি পরীক্ষা। যোষেফ দেখতে চাচ্ছিলেন যে, তার ভাইয়েরা আগের মত তার প্রতি হিংসাপরায়ণ কিনা। তারা

হিংসাপরায়ণ ছিলেন না। কিন্তু যোষেফ তখনও তার ভাইদের বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানেন যে, তারা কতটা ধূর্ত হতে পারেন। তারা গোটা শহরকে বোকা বানিয়েছিল, মনে আছে (আদি ৩৪:১৩)? যোষেফ নিশ্চয় জানতেন যে, তারা তাকে বণিকদের কাছে দাসত্বে বিক্রি করে দিয়ে, বাড়ি গিয়ে পিতাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন (আদি ৩৭:৩১-৩৪)। সুতরাং, যোষেফ তাদের আরেকবার পরীক্ষা নিবেন (আদি ৪৪)।

মঙ্গলবার **আগস্ট ১০**

ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া? (মথি ১৮:২১-৩৫)

অন্যদের ক্ষমা করার মাধ্যমে আমাদের কি হয়? উত্তরের জন্য মথি ১৮:২১-৩৫ পদ পড়ুন।

.....

.....

আমাদের সকলকে বিষয়টি বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদেরকে যীশুর কারণে ক্ষমা করেছেন। অন্যদেরকে ক্ষমা করতে শেখার জন্য এই অনুবোধটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সবাই পাপ করেছি। আমরা অন্যদের বিরুদ্ধে ও স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

প্রতিটি পাপই আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু যীশুর কারণে আমরা ঈশ্বররের কাছে আমাদের পাপের ক্ষমা যাচঞা করতে পারি। স্বর্গীয় এই মহামূল্যবান উপহার অর্জন করার জন্য আমরা কিছু করিনি। ঈশ্বর তাঁর দয়ার গুণে আমাদের ক্ষমা করছেন। আমাদের কোন প্রচেষ্টার দ্বারা নয়। যখন আমরা বাইবেলের এই সত্য বুঝতে পারি, তখন আমরা ঈশ্বর নিকট থেকে এই ক্ষমার বিশুদ্ধ উপহার গ্রহণ করতে পারি। তখন আমরা তাদেরকেও ক্ষমা করতে পারি যারা আমাদের আঘাত দিয়েছে। তাদেরকে কেন আমাদের ক্ষমা করতে হবে? তাদেরকে কি আমাদের এ-কারণে ক্ষমা করতে হবে যে, তারা ক্ষমা লাভের যোগ্য কাজ করেছে? না, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন বলেই আমরা আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করব। আমাদের সবার সেই ক্ষমা দরকার যা লাভের জন্য আমরা কিছু করতে পারি না।

যেমনিভাবে আমরা দেখলাম, যোষেফ তার ভাইদের দ্বিতীয় সুযোগ দিলেন। অতীতে তার ভাইয়েরা তার প্রতি যে অন্যায় করেছিলেন, সে-জন্য তিনি তার মনে ক্রোধ উপলব্ধি করছেন না।

একটি পরিবারে যখন আমরা এটা রপ্ত করায় দক্ষ হই যে, কিভাবে একজন অন্যজনকে আঘাত করতে পারে, তখন কি ভিন্ন পরিস্থিতি শুরু হয়? হ্যাঁ, জটিল পরিস্থিতি। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের সহায়তায় ভিন্ন কিছু শুরু করতে পারি। ভাইয়েরা তার প্রতি যা করেছিলেন, সে-জন্য যোষেফ তার ভাইদের আঘাত করেননি। যোষেফ তার ভাইদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের চেষ্টা করছেন না। যোষেফ অতীতকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি তার জীবন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার ভাইদের মেনে নিচ্ছেন এবং প্রেম দেখাচ্ছেন। যোষেফের হৃদয়ে যদি ভিন্ন উপলব্ধি থাকত, তাহলে কি হত? তাহলে, নিঃসন্দেহে, এই গল্পের যবনিকা ভিন্ন হত, সুখকর হত না।

"ধন্য তাহারা যাহাদের অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে; ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা করেন না" (রোমীয় ৪:৭, ৮)। যীশুর মাধ্যমে আমাদেরকে দেওয়া ঈশ্বরের উপহার সম্পর্কে পৌল এই পদগুলোতে কি বলছেন? এই বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা কিভাবে আমাদের জীবনকে ভালোর দিকে পরিবর্তন করতে পারে?

যারা আমাদেরকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে, তাদেরকে প্রেম দেখাতে ও ক্ষমা করতে এই প্রতিজ্ঞা কিভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকবে?

.....

.....

বুধবার **আগস্ট ১১**

ক্ষমা আত্মস্থকরণ(লূক ২৩:৩৪)

কাউকে কি আপনার ক্ষমা করা উচিৎ? তাহলে, আপনাকে যা করতে হবে, সেটাই এখানে বলছে। আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি আঘাত পেয়েছেন। এটা করা সব সময় সহজ না। মাঝেমাঝে, আমরা আমাদের উপলব্ধি লুকাতে চাই কিংবা এমন আচরণ করি যে, কিছুই হয়নি। কিন্তু আমরা যে ক্রোধান্বিত, সেটা ঈশ্বরকে বলা ভালো। আমরা দেখি, গীতরচক সব সময় এটা

করছেন। সুতরাং, যা ঘটেছে, তা ঈশ্বরকে বলতে সাবলীল বোধ করুন। ঈশ্বরকে বলুন যে, কারও ব্যবহার আপনাকে আঘাত করেছে, আপনাকে ব্যথিত করেছে, কিংবা ক্রোধান্বিত করেছে।

যোষেফের বিষয়ে গল্পে আমরা দেখি যে, ভাইদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে তিনি ক্রন্দন করেছেন। নিঃসন্দেহে, যোষেফ সে মুহূর্তে অতীতের কিছু ব্যথা অনুভব করেছিলেন।

ক্রুশে যীশু কি বলেন? কাউকে ক্ষমা করার শ্রেষ্ঠ সময় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাদের কি বলে? উত্তরের জন্য লূক ২৩:৩৪ পদ পড়ুন।

যীশু আমাদের ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষা করেননি। সুতরাং, আমরাও ভুল করা লোকটির ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষায় থাকব না। আমাদের ক্ষমা তারা গ্রহণ করার আগেই আমরা তাদেরকে ক্ষমা করতে পারি।

যারা আমাদের দুঃখ দেয়, তাদের প্রতি আমাদের উপলব্ধি কি হবে– সে-বিষয়ে লূক ৬:২৮ ও মথি ৫:৪৪ পদ আমাদের কি বলে? তাদেরকে আমাদের কি দেখাতে হবে?

ক্ষমা ও প্রেম উভয়ই একটি সিদ্ধান্তের দ্বারা শুরু হয়। ওগুলো আবেগ/উপলব্ধি দিয়ে শুরু হয় না। এমনকি, তাদেরকে যদি আমরা ক্ষমা করার তাগিদ না-ও টের পাই, তথাপি আমরা তাদেরকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ঈশ্বর জানেন, "ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য" (মার্ক ১০:২৭)। যারা আমাদের দুঃখ দেয়, তাদের জন্য যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে বলেন। যিনি আমাদের দুঃখ দিয়েছিলেন, তিনি যদি ইতোমধ্যে মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে কি করার? তাহলে, ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি আমাদের হৃদয় নিরাময় করেন, যাতে আমরা ক্ষমা করতে পারি।

ক্ষমা সব সময় সহজ বিষয় না। অন্যদের দেওয়া আঘাত আমাদের জন্য ভয়াবহ কারণ হতে পারে। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা আমাদেরকে ব্যথিত, আশাহত ও ভগ্নচিত্ত করতে পারে। ক্রোধ ও ঘৃণা নিরাময়কে কঠিনতর করে তোলে। যখন আমাদের হৃদয় ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ থাকে, তখন উপশম মোটেও সম্ভব হয় না।

আমাদের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের দাম দেবার বিষয়ে ক্রুশ হচ্ছে সেরা উদাহরণ। তিনি জানতেন যে, বহু লোক তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। সত্ত্বেও, প্রভু ক্রুশ তুলে নিলেন এবং আমাদের জন্য মরলেন। প্রভু যদি আমাদের জন্য এটা করতে পারেন, তাহলে আমরাও অন্যদের ক্ষমা করা শিখতে পারি।

বৃহস্পতিবার **আগস্ট ১২**

ক্ষমা করার পর বিশ্রাম লাভ করা (আদি ৫০:১৫-২১)

যোষেফের পরিবার শেষে মিসরে আসে। যোষেফের ভাইয়েরা নিঃসন্দেহে পিতাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, কীভাবে তারা বহু বছর আগে যোষেফকে দাসত্বেও বিক্রি করেছিলেন। যে পুত্রকে বন্য পশুতে খেয়েছে বলে যাকোব ভেবেছিলেন, সেই পুত্র এখন মিসরের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মকর্তা!

আদি ৫০:১৫-২১ পদে যোষেফের ভাইয়েরা কি ভাবছিলেন? আপনার কি মনে হয়, কেন তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন? এই ভীতি তাদের বিষয়ে কি বলে?

যোষেফের ভাইয়েরা মিসরে বাস করছে এখন ১৭ বছর হয়ে গেল (আদি ৪৭:২১)। কিন্তু যাকোব যখন মারা যান, তখন ভাইয়েরা ভয়ে ছিলেন যে, যোষেফ হয়ত তাদের উপরে প্রতিশোধ নিবেন। ভাইয়েরা সর্বোতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তারা যোষেফকে কত বড় আঘাত দিয়েছেন। পিতার মৃত্যুর পর যোষেফ আবার বলেন যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে, ক্ষমার এই অভিজ্ঞতা যোষেফ ও তার ভ্রাতৃবর্গ উভয়ের জন্য উত্তম ছিল।

যখন কেউ আমাদের গভীরভাবে আঘাত দেয়, তখন তাদেরকে আমাদের বহুবার ক্ষমা করতে হয়। যখন আমাদের সেই ভুল মনে পড়ে, তখনই আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের ক্ষমা দাবী করতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাদেরকে আবার ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আদি ৫০:২০ পদ পড়ুন। তার প্রতি অন্যায় করা সত্ত্বেও, যোষেফ কেন তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, সে-বিষয়ে এ-পদটি কি বলে?

.....

.....

যোষেফ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তার জীবন হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনারই একটি অংশ, যে-পরিকল্পনা ঈশ্বর দুর্ভিক্ষকালিন সময়ে পৃথিবীর লোকদের বাঁচানোর জন্য করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ হচ্ছে খাদ্য-সংকট। যোষেফ আরও বিশ্বাস করেন যে, তার পরিবারকে মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ জাতি করার জন্য ঈশ্বর তাকে মনোনয়ন করেছিলেন। যোষেফ জানেন যে, ঈশ্বর যোষেফের ভাইদের দুষ্ট

পরিকল্পনাকে ভালো কিছুতে রূপান্তর করেছিলেন। সে-কারণে, তার বিরুদ্ধে তাদের পাপ সত্ত্বেও যোষেফ তাদেরকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন।

যোষেফের জীবনের গল্পে একটি সুখকর পরিসমাপ্তি রয়েছে। একটি গল্পের পরিসমাপ্তি যখন সুখকর না হয়, তখন আমাদের কি উপলব্ধি জাগে? যীশু যখন দ্বিতীয় আগমনে আসবেন, তিনি পাপের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। যীশু বিশ্বব্যাপী ভালো ও মন্দের মধ্যকার মহা-সংঘর্ষের অবসান করবেন। তখন আমরা এই পৃথিবীর সমস্ত মন্দ ঘটনার একটি সুখকর পরিসমাপ্তি দেখতে পাব। বর্তমান জীবনের এই নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, এই আশা কিভাবে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে?

শুক্রবার **আগস্ট ১৩**

অতিরিক্ত আলোচনা: বিভিন্ন বিচারে যোষেফ হচ্ছেন যীশুর প্রতিকৃতি। "যোষেফ তার সৎ কাজের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, যীশু খ্রীষ্ট ঘৃণিত ও অগ্রাহ্য হয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধার্মিকতা ও আত্মত্যাগী জীবন পাপের প্রতি তিরষ্কারস্বরূপ ছিল; আর যদিও তাঁর কোন অন্যায় ছিল না তথাপি মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়া তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। যোষেফের অন্যায় বিচারে ধৈর্য, তার সৎ ভাইদের সহজে ক্ষমা করা ও তাদের উপকার করা, ইত্যাদি মুক্তিদাতার দুষ্টলোকদের ঈর্ষা ও অত্যাচার মুখ বন্ধ করে সহ্য করার সমান এবং যারা তাঁর কাছে তাদের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চায় তাদের সকলকেই যে তিনি ক্ষমা করে দেন, এটা তারই উদাহরণ।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *পিতৃকুলপতিগণ ও ভাববাদীগণ*, পৃষ্ঠা: ১৬৭, ১৬৮।

"ক্ষমাহীন মনোভাব কোন ন্যায্যতা দাবী করতে পারে না। যে তার ভাইয়ের প্রতি দয়াহীন মনোভাব দেখাবে সে এটাই প্রমাণ করবে যে সে ঈশ্বরের ক্ষমার অংশী হতে পারে নি। ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতা একজন পাপীর অন্তরকে অসীম ভালবাসার মহৎ হৃদয়ের কাছে টেনে নিয়ে যায়। স্বর্গীয় করুণার স্রোত পাপীর অন্তরের দিকে প্রভাহিত হয়। দয়াশীলতা এবং করুণা যা খ্রীষ্ট তার নিজ মহামূল্যবান জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যারা তার অনুগ্রহের অংশী হবে তার জীবনেও তা দেখা যাবে। –ঈলেন জি হোয়াইট, *খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা*, পৃষ্ঠা: ২৩০।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। অজ্ঞাতনামা কেউ বলেছিলেন, "একজনকে ক্ষমা না করার ব্যাপারটি হচ্ছে বিষ পান করার এবং অন্যের মৃত্যু কামনা করার সমতুল্য।" এই কথাগুলো জোরালো। আপনার কি মনে হয়, কথাটির মানে কি?

২। আপনার কি মনে হয়, নিজের পরিচয় দেবার আগে যোষেফ কেন তার ভাইদের এত 'পরীক্ষা' নিলেন? এই সব পরীক্ষাগুলো যোষেফের ক্ষেত্রে এবং তার ভাইদের ক্ষেত্রে কী করেছিল?

৩। যোষেফের ঘরের অধ্যক্ষ নিশ্চয় যোষেফ ও তার ভাইদের বিষয়ে খানিকটা গল্প জানতেন (আদি ৪৪:১-১২ পদ পড়ুন)। আপনার কি মনে হয়, ভাইদেরকে যোষেফের ক্ষমা করার অভিজ্ঞতা দেখে গৃহাধ্যক্ষের কতটা পরিবর্তন এসেছিল? আপনার ক্ষমা করার অভিজ্ঞতা দেখে তাদের কি পরিবর্তন এসেছে যারা আপনার জীবনের ঘটনা দেখেছে?